স্প্যানিশ লা লিগার দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচে সিডি লুগোকে ৩-১ গোলে টেনেরিফো।

মাঠে - ময়দানে

জার্মান বুন্দেশলিগার ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করল অ্যাসবার্গ ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ড।

ইতালীয় সিরি এ'র ম্যাচে ক্যাগলিয়ারিকে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারাল নাপোলি। নাপোলির হয়ে গোলগুলি করেন জোসে সেলেজোন, মার্টিনস, হামসিক, জিলিনিস্কি, ইসিজিন ও মারিও রুই।

অধরা স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে লড়াই করছেন বিশ্বজিৎ

স্টাফ রিপোর্টার: অধরা স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। জীবনের নানা প্রতিকূলতায় বড় ক্লাবে খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় তাঁর। বাস্তবে যা শেষ, নতুন করে স্বপ্নের জাল বোনা শুরু সেখান থেকেই। আর সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বিশ্বজিৎ এখন আগামী দিনের ফুটবলারদের তুলে আনতে কোচের ভূমিকায়। খুব ছোট্টবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি তাঁর টান ছিল। তাই বিকেল হলেই ফুটবল নিয়ে মাঠে হাজির হতেন তিনি। সাসা-কালো আঁকিবুকি চামড়ার বলটাই যেন সবকিছু ছিল তাঁর। পাড়ার ত্রিশক্তি ক্লাবে কৃশাণুদের সঙ্গে খেলতে খেলতেই তাঁর নামডাক হয়। বিভিন্ন আড্ডার হাইট টুর্নামেন্টে তখন সারা জাগানো নাম বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের। আটের দশকের শুরুতে ময়দানে যে ক'জন প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার খেলেছেন কিংবা নজর কেড়েছেন তারমধ্যে অবশ্যই রয়েছেন বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। ময়দানে তাঁর আবির্ভাব ১৯৮০ সালে জর্জ টেলিগ্রাফ জার্সি গায়ে। টানা তিন বছর জর্জের শেষ প্রহরী ছিলেন তিনি। ৮২'তে তাঁর অধিনায়কত্বে জর্জ টেলিগ্রাফ দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ঘরোয়া লিগে। জর্জ টেলিগ্রাফের জার্সি গায়ে ভাল খেলার সুবাদে ৮৩'তে ডাক পড়ে ইস্টবেঙ্গলে খেলার। কিন্তু বাড়ির দুরবস্থার কথা চিন্তা করে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু কৃশাণু দে এবং কবীর বসুর পরামর্শে তিনি সই করেন পোর্ট ট্রাস্টের অনুকূলে। বাবা সামান্য কিছু রোজগার করতেন, যা সংসার চলানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। বাড়িতে পাঁচ ভাই এবং চার বোন। সংসার টানতে হিমসিম অবস্থা বাবার। তাই পরিবারের কথা ভেবে প্রয়াত বন্ধু কৃশাণুর পরামর্শে পোর্ট ট্রাস্টের চাকরি নেন তিনি। তাই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু কৃশাণুর কাছে আজও কৃতজ্ঞ বিশ্বজিৎ। পরিবারের কথা ভেবে চাকরি নেওয়া পাশাপাশি তাঁর ইস্টবেঙ্গলের না যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিলেন ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়। টপ ফর্মের ভাস্করকে টপকে দলে সুযোগ পাওয়াটা তাঁর কাছে কঠিন মনে হয়েছিল। ৮২'তে বাংলাকে ডাঃ সিবি রায় ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নেন বিশ্বজিৎ। সে বছরই কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত জুনিয়র এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। এছাড়া দিল্লিতে জাতীয় গেমসে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়কে আদর্শ করে বেড়ে ওঠা বিশ্বজিৎ ৯২ সাল পর্যন্ত পোর্ট ট্রাস্টের জার্সি গায়ে খেলার পর বুটজোড়া তুলে রাখেন। কারণ চোটই তাকে অকালে মাঠ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। তারপর থেকে পোর্টের গোলকিপার কোচ এবং ফুটবল সচিবের গুরুত্বপূর্ণ পদটা পালন করেছেন ময়দানে ফুটবলারদের পাশে থাকা হাসিখুশি মানুষটি। চোটই তাকে অকালে মাঠ ছাড়তে বাধ্য করেছে। চোটের জন্য সময়ের আগেই তাঁর মাঠ ছাড়া। এ নিয়ে তাঁর রয়েছে দুঃখ। ঠিক তেমনিই তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে অনেক আগেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে দুই ফুটবলারকে। দীর্ঘদিন আগে মাঠ ছাড়লেও আজও তাকে সেই ঘটনা দুঃখ দেয়। ফুটবলার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য পেয়েছেন প্রাক্তন বিখ্যাত গোলরক্ষক সনৎ শেঠের। ফুটবলকে কেন্দ্র করে আজও সেই স্বপ্ন দেখে যাওয়া। নিজে যা পারেননি তা তিনি দেখতে চান আগামী দিনের ফুটবলারদের মধ্যে দিয়ে। ফলে সকাল হলেই বিশ্বজিৎ বেরিয়ে পড়েন অনুশীলনে। আর ছুটির দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ফুটবলার তুলে এনে প্রতিষ্ঠিত করাই লক্ষ্য রাণীকুঠি গান্ধি কলোনির বাসিন্দা বিশ্বজিতের। নতুন ফুটবলার তুলে এনে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকতে চান বিশ্বজিৎ। আর এই বিশ্বাসেই শেষ দিন পর্যন্ত লড়ে যেতে চান তিনি। একঝাঁক প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলারের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বজিৎ টালিগঞ্জ অগ্রগামীর গোলরক্ষক কোচের ভূমিকায় ছিলেন। টালিগঞ্জ ক্লাবে কোচিং করানোর পর এবার সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার গোলরক্ষক কোচের দায়িত্বে তিনি। বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন করাই এখন লক্ষ্য তার। বর্তমানে কলকাতা ময়দানে একজন একনিষ্ঠ ফুটবল সেবক। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে চলেছেন তিনি। ফুটবলের দৌলতেই রাণীকুঠিতে স্ত্রী নুপুর এবং একমাত্র মেয়ে তৃষাকে নিয়ে এখন তাঁর সাজানো গোছানো সংসার। গলি থেকে রাজপথে আসতে বিশ্বজিৎ যে সংগ্রাম করেছেন তারজন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। তবু কোনও দিকে না তাকিয়ে নিজের কাজেই মগ্ন তিনি। সাফল্যের সিঁড়িতে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চোট আঘাতে তা আর হয়ে ওঠেনি। জুনিয়র বাংলা, জুনিয়র ভারতীয় দলে খেললেও, খেলা হয়নি বড় ক্লাবে। তাই আগামী দিনের ফুটবলারদের মধ্যেই বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকতে চান বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেই ফুটবলের কোচের ভূমিকায় তিনি।

ডর্টমুন্ডের ট্রায়ালে উসেইন বোল্ট

জামাইকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসর নেওয়ার পর ফুটবলই এখন ধ্যানজ্ঞান উসাইন বোল্টের। তিনি ভোলেননি এবং সেই লক্ষ্যে তিনি নিয়মিত ট্রেনিং করে যাচ্ছেন। এমনকী, কিছুদিন আগে এক সংবাদপত্রে বোল্ট বলেছেন, তিনি নাকি একটি দলের হয়ে ইতিমধ্যেই সই করে ফেলেছেন। কোন দল, তা অবশ্য খোলসা করেননি জামাইকান স্প্রিন্টার। মঙ্গলবার তিনি সাউথ আফ্রিকার ক্লাব মমলদি সুদোনেস এফসিতে সই করেন। আগে শোনা যাচ্ছিল, মার্চ থেকে জার্মান ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ট্রেনিং করতে চলেছেন তিনি।

বোল্ট বলেছিলেন, 'আমার চোট এখন পুরোপুরি সেরে গেছে। আমি ফিট। ডর্টমুন্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে মার্চ থেকে ট্রেনিং শুরু করার। সেটার পরেই বুঝতে পারব আমার ফুটবল কেরিয়ার কোন দিকে এগোতে চলেছে। যদি ওরা বলে আমি ভাল, তাহলে আরও ট্রেনিং করব।' বোল্ট এর আগে বারবার বলেছিলেন, তাঁর স্বপ্ন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে খেলা। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তা যে এক রকম অসম্ভব, সেটা জানিয়েছেন বোল্ট এজেন্ট রিকি সিমস। বড়জোর ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডিভিশনে খেলতে পারেন তিনি। তবে তার জন্যও অনুশীলন করতে হবে। মঙ্গলবার সাউথ আফ্রিকার ক্লাবে সই করার পর তিনি বলেন, আমাকে আর প্র্যাকটিস করতে হবে। দলকে জয় এনে দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য তাঁর।

কম টাকায় দল গড়েও খেতাবে দু'হাত দূরে মিনার্ভা এফসি

স্টাফ রিপোর্টার: আই লিগ খেতাব দৌড়ে আপাতত শীর্ষস্থানে রয়েছে মিনার্ভা এফসি। ১৬ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে সবার আগে রয়েছে লুধিয়ানার দলটি। ১৭ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছে নেরোকা এফসি।

আই লিগ খেতাব দৌড়ে আপাতত শীর্ষস্থানে মিনার্ভা এফসি। অথচ দলগঠনের খরচের তালিকায় সবার শেষে রয়েছে লুধিয়ানার দলটি। মাত্র ১.৫ কোটি টাকা খরচ করে এবার তৈরি করা হয়েছে মিনার্ভা এফসি দল। ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে মিনার্ভার উঠে আসার কাহিনীও চমকে দেওয়ার মতো। দলের মালিক রঞ্জিত বাজাজ স্বপ্ন দেখতেন পেশাদার ফুটবলার হওয়ার। পাঞ্জাবের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে বেশ কয়েক বছর খেলেছেন রঞ্জিত। কিন্তু পেশাদার ফুটবলার হতে না পারার জন্যই সেদিন মিনার্ভার অন্যতম কর্তা রঞ্জিত বাজাজ ঠিক করেছিলেন নিজে একটা দল গড়বেন। তাই বেশি খরচ না করে স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়ার দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এই মরশুমে দল গড়তে খরচ করেছে ১১ কোটি টাকা করে। তবু আই লিগের খেতাব দৌড়ে মিনার্ভার চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান। এই মুহূর্তে ১৬ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে খেতাব দৌড়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে লুধিয়ানার দলটি। সে ক্ষেত্রে শেষ দুটি ম্যাচে জয় পেলে ৩৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে খেতাব দখলে নিতে পারবে মিনার্ভা। ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে হারের পর ফের গোকুলাম এফসি'র কাছে হার মিনার্ভা এফসি'র। ঘরের মাঠে টানা দুটি ম্যাচে হেরে খেতাব দৌড়ে বেশ খানিকটা চাপে পড়ে গিয়েছিল লুধিয়ানার দলটি। এবার ঘরের মাঠে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে জয়ের সরণিতে ফিরে আপাতত লিগ খেতাবের দৌড়ে সবার আগে মিনার্ভা।

লিগের বাকি দুটি ম্যাচে জয়ের ধারা বজায় রেখে আই লিগ খেতাব ঘরে তোলাই লক্ষ্য লুধিয়ানার দলটির। কম টাকায় দল গড়েও যে সাফল্য পাওয়া যায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ এবার মিনার্ভা এফসি। মাত্র ১.৫ কোটি টাকা দিয়ে দল গড়ে এই সাফল্যের রহস্যটা আসলে কী? এ নিয়ে মিনার্ভার অন্যতম কর্তা রঞ্জিত বাজাজের বক্তব্য হল, তারকা ফুটবলারের পিছনে না ছুটে স্থানীয় ফুটবলারদের দলে নেওয়া। এমনকী কম টাকায় নেওয়া হয়েছে বিদেশি ফুটবলার। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যেখানে বহু টাকা দিয়ে দল গড়েছে সেখানে কম টাকায় দল গড়ে শীর্ষস্থানে মিনার্ভা আর পিছিয়ে তারা। মিনার্ভার দেখানো পথে আর কবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান কর্তারা হাঁটবেন এখন সেটাই দেখার।

কিংস ইলেভেনের ক্যাপ্টেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কারণ জানালেন বীরেন্দ্র সহবাগ

চণ্ডীগড়, ২৭ ফেব্রুয়ারি: প্রায় এক বছর হয়ে গেল একদিনের ও টি-২০ আন্তর্জাতিক দলে সুযোগ পান না রবিচন্দ্রন অশ্বিন। যজুবেন্দ্র চহাল ও কুলদীপ যাদবের ফর্মের জন্য টেস্ট ক্রিকেট ছাড়া অন্যান্য ফরম্যাটে প্রায় সুযোগ পাননা অশ্বিন। এবার নতুন রূপে শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। সেই সঙ্গে তাল রেখেই নতুনভাবে শুরু করতে চলেছে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব। আইপিএলের ১০টি মরশুমে কোনওরকম পারফরম্যান্স দেখাতে পারেনি কিংস ইলেভেন। তাই এবার নতুনভাবে দল সাজিয়ে প্রীতি জিন্টা ও দলের মেন্টর বীরেন্দ্র সহবাগ। আগের ১০টি মরশুমের অধ্যায়কে মনে রাখতে চান না দলের কেউই। নতুন মরশুমে নতুনভাবে শুরু করতে চায় গোটা দল। সোমবার দলের নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হয়। রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে কিংস ইলেভেন নতুন অধিনায়ক করা হয়। কিংস ইলেভেন অফিশিয়াল ট্যুইটারে বলা হয়েছে, আসন্ন আইপিএলে অশ্বিনকে দলের অধিনায়ক হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এমন ঘোষণার পর অশ্বিন বলেছেন, 'আমি সম্মানিত। তবে দায়িত্ব অনেকটাই বেড়ে গেল। আশা করি, এই প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব। আমার বিশ্বাস। যে দলের থেকে সেরাটা বের করতে আনতে পারব। এটা আমার কাছে গর্বের মুহূর্ত।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'আমার উপরে তেমন কোনও চাপ নেই। ইতিপূর্বে আমি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর। অতীতে বেশ কয়েকবার আমি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি। আশা করছি, এই চ্যালেঞ্জটা উপভোগ করতে পারব।' কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, দলে যুবরাজ সিং ও ক্রিস গেইলের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার থাকা সত্ত্বেও কেন অশ্বিনে আস্থা। সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে বীরেন্দ্র সহবাগ। বীরুর মতে, একজন বোলারকেই দলের ক্যাপ্টেন হওয়া উচিত। আগে বহু কিংবদন্তি বোলারকা দেশকে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে। তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে ওয়াসিম আক্রম, কপিল দেব, ওয়াকার ইউনিসের কথা তোলেন। তিনি আরও বলেন, আশা করি অশ্বিনও সফল হবে। আর ওর নেতৃত্বে আমার কোয়ালিফায়িং থেকে ফাইনালে পৌঁছাব। জানুয়ারিতে একাদশ আইপিএলের নিলামে তামিল অফ স্পিনারকে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় কেনে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব। চেন্নাই দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তার পিছনে অশ্বিনের অবদান আছে অনেকটা। অশ্বিন এখনও পর্যন্ত ১১১টি আইপিএল ম্যাচে ১০০টি উইকেট নিয়েছেন। অশ্বিন যুবির উপর ভরসা রাখছেন। তিনি বলেন, আশা করি যুবি আগের মতো ফ্যানদের আনন্দ দেবে। অতীতেও কিংস ইলেভেনে নেতৃত্ব দিয়েছে। সুতরাং নেতা হিসাবে আমি প্রথমে ওর সাহায্য প্রার্থী।

ক্রিকেট থেকে অবসরের ভাবনা মর্কেলের

জোহানেসবার্গ, ২৭ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্তস ঘোষণা করে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা পেসার মর্নি মর্কেল। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজ খেলেই অবসর গ্রহণ করবেন তিনি। আগামী বৃহস্পতিবার শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। তার আগে খানিকটা চমকপ্রদভাবেই অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন ৩৩ বছর বয়সী। অবসর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলেই আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাব। এটা সত্যিই খুব কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ আমি মনে করি যে এখনও আমার মধ্যে প্রচুর ক্রিকেট বাকি রয়েছে। পাশাপাশি আবার এটাও মনে হয়েছে, সরে দাঁড়ানোর জন্য এটাই সঠিক সময়। লাগাতার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই এবার ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চাই। আমার একটা ছোট্ট পরিবার রয়েছে। আমি ওদের সময় দিতে চাই। গতি এবং ভয়ঙ্কর বাউন্সারের জন্য ব্যাটসম্যানদের কাছে ত্রাস ছিলেন মর্নি মর্কেল। দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘকায় জোরে বোলারটি দেশের হয়ে ৮৩টি টেস্ট খেলে নিয়েছেন ২৯৪টি উইকেট। এছাড়া ওয়ান ডে'তে ১১৭ ম্যাচে ১৮৮টি এবং টি-২০ ক্রিকেটে ৪৪ ম্যাচে ৪৭টি উইকেট পেয়েছেন তিনি। নিজের কেরিয়ারের কথা টেনে মর্কেল বলেছেন, 'মাঠে আমি প্রতিটি মুহূর্তে দারুণ উপভোগ করেছি। আমি আমার সতীর্থ, ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা এবং পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে কৃতজ্ঞ বছরের পর বছর আমাকে সহযোগিতা করে যাওয়ার জন্য।' অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চার টেস্টের সিরিজে তাঁর লক্ষ্য থাকবে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক পেরিয়ে অবসরে যাওয়ার।

গোড়ালিতে চোট নেইমারের, চিন্তায় প্যারিস সাঁ জাঁ'র কোচ

প্যারিস, ২৭ ফেব্রুয়ারি: ওলিম্পিক মার্সেইয়ের বিরুদ্ধে সহজ জয় পেলেও প্যারিস সাঁ জাঁ শিবিরে দুশ্চিন্তার মেঘ নিয়ে এল নেইমারের গোড়ালির চোট। ম্যাচের ৮০ মিনিটে বিপক্ষের এক ফুটবলারের চ্যালেঞ্জ এড়ানোর পর ব্রাজিলিয়ান তারকাটির ডান পায়ের গোড়ালি টুইস্ট হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকেন তিনি। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে আনা হয়। এই ঘটনার আগে তিনটি পরিবর্তন করে ফেলায় ম্যাচের শেষ পর্বে দশজনে খেলতে হয় পিএসজিকে। আগামী ৬ মার্চ ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে প্যারিস সাঁ জাঁ। তার আগে দলের প্রধান ফুটবলারের এই চোট স্বাভাবিকভাবেই কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে কোচ উনেই এমেরি এবং অবশ্যই সমর্থকদের। প্রথম লেগে রিয়ালের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছিল পিএসজি। ওলিম্পিক মার্সেইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে দুরন্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন নেইমার। তাঁর স্কিলের বিচ্ছুরণ বারবার বোকা বনতে হয়েছে বিপক্ষকে। ব্রাজিলিয়ান তারকাটির স্তব্ধ করার জন্য শুরু থেকেই ট্যাকল করতে হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মার। প্যারিস সাঁ জাঁ'র ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার তথা অধিনায়ক থিয়াগো সিলভা বলেছেন, নেইমারের গোড়ালিতে সামান্য চোট ছিলই তার উপর স্টেপিংয়ের গন্ডগোল তা মুচকে গিয়ে বিপদ তো অবশ্যই বেড়েছে। জিদানের প্রতিক্রিয়া, 'ওর জন্য খারাপ লাগছে। নিজে ফুটবলার ছিলাম বলেই জানি, এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে গুরুতর চোট পেলে কেমন লাগে। আমি নেইমারের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। চাই, রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে পিএসজি'র স্টার্টিং লাইন আপে ওকে দেখতে।'

স্প্যানিশ লা লিগার ম্যাচে লেভেন্তেকে ২-০ গোলে হারাল রিয়াল বেটিস। এই ম্যাচে প্রথমার্ধে গোল না হলেও দুই দলই একটি করে হলুদ কার্ড দেখে। ৩২ মিনিটে রিয়ালের হয়ে মার্ভি ও ৩৮ মিনিটে লেভেন্তের হয়ে সাডিকু হলুদ কার্ড দেখেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৫২ মিনিটে রিয়ালের মোরোন আবার একটি ফাউল করেন। ৫৫ মিনিটে রিয়াল পেনাল্টি পায়। সেই পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়াল বেটিসকে এগিয়ে দেন চিমা রড্রিগেজ। ৬৯ মিনিটে আন্তোনিও আদানের পাস থেকে গোল করে রিয়ালের ব্যবধানে দ্বিগুণ করে সাহায্য করেন সার্জিও লিয়ঁ। এই জয়ের ফলে রিয়াল বেটিস ২৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে উঠে এল। আর ২৫ ম্যাচের মাত্র ৩টি ম্যাচে জয় ও ১১টি ম্যাচ ড্র করে ২০ পয়েন্ট পেয়ে ১৭ নম্বর স্থানে রয়েছে।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য সম্পাদক : আশিস্ লাহা